সুপারিশ ও অঙ্গীকার

টাউনহল সভা এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে নাগরিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কোনো একটি বিষয় বা পলিসি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি সভার শুরুতে, আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ তথ্য উপস্থাপন করা হয়, যাতে করে সভায় উপস্থিত একটি নির্দিষ্ট কমিউনিটি বা এলাকার অংশীজনেরা বিষয়টি সম্পর্কে একটি সার্বিক ধারণা লাভ করেন এবং তার প্রেক্ষিতে পরস্পর মত বিনিময় করতে পারেন। এছাড়াও, বিদ্যমান পরিস্থিতির উন্নয়নে প্রতিটি সভার শেষে পরবর্তী টাউনহল সভার আগ পর্যন্ত কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সেই ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে সমাজের বিভিন্ন স্তরের অংশীজনদের কাছ থেকে সুপারিশ, পরামর্শ ও অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয় এবং তারা যাতে নিজ উদ্যোগেই পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের জন্য কাজ করেন সে ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়। শ্রীমঙ্গলে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ টাউনহল সভা থেকে আমরা যেসব সুপারিশ ও অঙ্গীকার পেয়েছি, সেগুলোর উপর ভিত্তি করে ইতিমধ্যেই একটি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। সুপারিশ ও অঙ্গীকারগুলো নিচে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো।

প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করতে লবি মিটিংঃ বাজেটের তথ্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে লবি মিটিংয়ের মাধ্যমে তাদের থেকে অফিসিয়াল নির্দেশনা পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণাঃ বাজেট প্রণয়নে অভিভাবকদের অংশগ্রহণ বাড়াতে তাদের সচেতন করতে হবে। এই লক্ষ্যে উপজেলা শিক্ষা কমিটি থেকে প্রত্যেক স্কুলে উন্মুক্ত বাজেট প্রণয়নের নির্দেশ দিয়ে চিঠি পাঠানো হবে।

অভিভাবকদের জন্য সুবিধাজনক সময়ে মিটিং আয়োজনঃ অনেক অভিভাবক সচেতন হওয়া সত্ত্বেও পেশাগত ব্যস্ততার কারণে বাজেট আলোচনায় অংশ নিতে পারেন না। এক্ষেত্রে যেদিন তাদের ব্যস্ততা কম, সেদিন বাজেট মিটিং করলে তারা উপস্থিত থাকতে পারবেন। যেমন, চা বাগানে কর্মরত অভিভাবকগণ রবিবার দিন সাপ্তাহিক ছুটি পান, তাই তাদের অংশগ্রহণের সুবিধার্থে, স্কুলের মিটিং রবিবার দিন ধার্য করা যেতে পারে।

বাজেট মনিটরিং নিশ্চিতকরণঃ বাজেট প্রণয়নের পর তা যথাযথভাবে মানা হচ্ছে কিনা, তা নিয়মিত মিটিংয়ে অভিভাবকদের জানানো হবে।

তরুণ ভলান্টিয়ারদের অন্তর্ভুক্তকরণঃ এলাকার তরুণদের মধ্য থেকে একটি ভলান্টিয়ার গ্রুপ তৈরি করে, তাদের মাধ্যমে প্রত্যেক বাড়িতে স্কুল বাজেট বিষয়ক যে আলোচনা সভা বা উঠান বৈঠকগুলো আয়োজন করা হবে, তার খবর পৌঁছে দেয়া যেতে পারে। এর মাধ্যমে তরুণরাও পুরো স্কুল বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে।

নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিঃ স্কুলের মিটিংয়ে নারী অভিভাবকদের উপস্থিতি বেশি থাকলেও তাদেরকে বাজেট সংক্রান্ত আলোচনায় ডাকা হয় না। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন আনতে হবে, বিশেষত মা সমাবেশে বাজেট সংক্রান্ত আলোচনা করতে হবে।

লিফলেট বিলিকরণঃ স্কুল বাজেট বিষয়ক নানা তথ্য, যেমন, বাজেট মিটিং কোথায় ও কবে হবে, কেন মিটিংয়ে থাকা প্রয়োজন- এ বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতনতা বাড়াতে লিফলেট বিতরণ করা হবে। এক্ষেত্রে তরুণ ভলান্টিয়ারদের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

উঠান বৈঠকঃ স্কুল বাজেট বিষয়ে এলাকার অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং তাদের দাবি-দাওয়া সঠিকভাবে তুলে ধরতে সহযোগিতার লক্ষ্যে উঠান বৈঠক আয়োজন করা যেতে পারে।

IID

শ্রীমঙ্গল

টাউনহল নাগরিক প্রতিবেদন

অংশগ্রহণমূলক স্কুল বাজেট প্রণয়নে নাগরিক সচেতনতা

একনজরে টাউনহল সভা —

স্থান
শ্রীমঙ্গল

তারিখ
২৮ আগস্ট, ২০২৩

অংশগ্রহণকারী
৩৯ জন

এজেন্ডা
৩টি

সুপারিশ
৮টি

আলোচনার ফলাফল
১টি অ্যাকশন প্ল্যান

আলোচনার সারাংশ

- স্কুল বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্কুল অভিভাবকদের অন্তর্ভুক্ত করে **যথাযথ পরিকল্পনা** গ্রহণ করা হয় না।
- স্কুল বাজেট বিষয়ে অভিভাবকদের মধ্যে **সচেতনতার অভাব** রয়েছে।
- বাজেটের সংক্রান্ত আলোচনার সময় ও তারিখ এমনভাবে ঠিক করতে হবে যেন তা অভিভাবকদের সময় ও সুযোগের সাথে **সঙ্গতিপূর্ণ** হয়।
- বাজেট সংক্রান্ত আলোচনায় নারীদের **সমান ও সক্রিয়** অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- ফলপ্রসূ বাজেট প্রস্তুতকরনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়াতে **উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা** করা হবে।

IID MSEDA EDUCATIONOUTLOUD advocacy & social accountability GPE

প্রেক্ষাপট

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জনসাধারণের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণ, বিশেষ করে অভিভাবকেরা, শিক্ষার্থীদের প্রকৃত চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে বেশি অবগত। তাই, অভিভাবকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা স্কুলগুলোতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জরুরী যাতে এসব সিদ্ধান্তে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদাগুলো প্রতিফলিত হয়।

কিন্তু জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সাম্প্রতিক সময়ে করা গবেষণাগুলোতে দেখা যায় এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্কুলের সাথে অভিভাবকদের বিভিন্ন কারণে বেশ দূরত্ব রয়েছে। বিশেষ করে স্কুল বাজেটের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে জনসম্পৃক্ততার মাত্রা সন্তোষজনক নয়। এক্ষেত্রে আইআইডি পরিচালিত জাতীয় পর্যায়ের গবেষণা থেকে দেখা যায়, স্কুলের উন্নয়নে কোন কোন খাতে টাকা ব্যয় করা দরকার এই ব্যাপারে অর্ধেকেরও বেশি অভিভাবক বলেছে তাদের কাছ থেকে কোন ধরনের মতামত নেয়া হয় না। তবে যে অভিভাবকেরা নিয়মিত স্কুলের অভিভাবক সভা সম্পর্কে জানেন এবং নিয়মিত তাতে অংশগ্রহণ করেন তারা কোন খাতে টাকা ব্যয় করা দরকার, স্কুল বাজেট সম্পর্কিত তথ্য কিছুটা হলেও বেশি জানতে পারেন, কেননা অভিভাবক সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের সাথে স্কুলের যোগাযোগের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

অন্যদিকে স্থানীয় পর্যায়ের গবেষণায় উঠে আসে যে স্কুল বাজেট সংক্রান্ত তথ্য যাদের কাছে কম পৌঁছায়, তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগও কম থাকে। বিশেষত গৃহিণী, কৃষক, দিনমজুর জাতীয় পেশার মানুষরা স্কুল বাজেট তৈরিতে অংশগ্রহণের সুযোগ তেমনটা পায় না। এছাড়াও, গবেষণায় আরো জানা যায় যে স্কুল বাজেটে অন্যান্য অংশীজনের তুলনায় অভিভাবকদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত কম। অন্যদিকে, সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে অভিভাবকদের মাঝে তুলনামূলকভাবে নারীদের স্কুলের বিভিন্ন মিটিং-এ অংশ নেয়ার হার বৃদ্ধি পেলেও, বাজেটের সিদ্ধান্তে এখনো তাদের মতামত প্রদানের সুযোগ খুবই কম বলে এই গবেষণায় প্রতীয়মান হয়। সর্বোপরি, গবেষণা ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে স্কুল বাজেট বিষয়ে নাগরিক সচেতনতার ঘাটতি রয়েছে।

অংশগ্রহণমূলক স্কুল বাজেট প্রণয়নে নাগরিক সচেতনতা বিষয়ক টাউনহল সভাটি গত ২৮ আগস্ট ২০২৩ তারিখে শ্রীমঙ্গল উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয়।

এই আলোচনায় শ্রীমঙ্গল উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, এসএমসির সদস্য, অভিভাবক, যুবক-যুবতী, শিক্ষার্থী, এনজিও প্রতিনিধিগণ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এবারের টাউনহলের উদ্দেশ্য ছিল, নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে যথাযথ পদক্ষেপ নির্ধারণ করা ও গত টাউনহলের অঙ্গীকারসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। ইনস্টিটিউট অব ইনফরম্যাটিক্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইআইডি) এর ই!কুয়ালিটি প্রকল্পের অংশ হিসেবে মাল্টিপারপাস সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলাপমেন্ট এসোসিয়েশন (এমসিডা) এর আয়োজনে এই টাউনহল সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশন (জিপিই) এর সহযোগিতায় এই সভাটি আয়োজিত হয়।

স্কুল বাজেট প্রণয়নে অভিভাবকদের অংশগ্রহনের বর্তমান পরিস্থিতি

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্কুল বাজেট এখনো জনসাধারণের মতামতের আওতার বাইরে রয়ে গিয়েছে। যার ফলে এর কার্যকারিতায় বড় ধরণের ঘাটতি দেখা যায়। বাজেট বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব সম্পর্কে কিছু ধারণা দেন বিশেষ অতিথি শ্রীমঙ্গল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জনাব জহির আলী। তার বক্তব্যে উঠে এসেছে যে, গ্রামের বেশিরভাগ অভিভাবকেরই স্কুল বাজেট প্রসঙ্গে প্রাথমিক ধারণার অভাব রয়েছে। তিনি বলেন, অভিভাবকরা স্কুল বাজেট সম্পর্কে সাধারণ ধারণাটুকুও পান না। এমনকি অনেকে জানেনই না যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকার কর্তৃক বাজেট দেওয়া হয়।

উক্ত টাউনহল সভায় স্কুল স্টুডেন্ট কাউন্সিল থেকে উপস্থিত শিক্ষার্থী প্রতিনিধিগণও মতামত ব্যক্ত করেন। তারা স্কুল বাজেট প্রণয়নে তাদের অংশগ্রহনের সীমাবদ্ধতার ব্যাপারটি তুলে ধরেন। এ প্রেক্ষাপটে শ্রীমঙ্গল উদয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী **সেতু ঘোষ** বলেন,

"আমরা স্টুডেন্ট কাউন্সিলের সদস্য। তবুও বাজেট প্রণয়ন ও ঘোষণা সভায় আমাদের মতামত দেওয়ার সুযোগ হয়ে ওঠে না।"

সভার পরবর্তী অংশে বাজেট তৈরিতে অভিভাবকদের অংশগ্রহণে যেসব বাঁধার সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে বক্তারা আলোকপাত করেন।

বাজেট প্রণয়নে অভিভাবকদের অংশগ্রহণে বাঁধাসমূহ

নানামুখী বাঁধার কারণে অভিভাবকগণ বাজেট সংক্রান্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাঁধা হল অসচেতনতা। এই প্রসঙ্গে ভাড়াউড়া চা বাগানের যুবক **জনাব জায়েদ হাসান** উল্লেখ করেন যে,

"অভিভাবকদের বেশিরভাগই জানেন না যে বাজেট সম্পর্কে তারা মতামত দেওয়ার অধিকার রাখেন। তাই, সচেতনতার অভাবে তারা মিটিংয়ে থাকেন না।"

বাজেট তৈরিতে অভিভাবকদের অসচেতনতা ছাড়াও, পেশাগত বাঁধাকে দায়ী করেন এম আর খাঁন স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব **মো: আলাউদ্দিন**। তিনি বলেন,

"প্রধান শিক্ষক হিসেবে আমি বাজেট মিটিংয়ে অভিভাবকদের উপস্থিত হতে আহ্বান জানালেও বেশিরভাগই বিভিন্ন ধরনের পেশাগত কাজে ব্যস্ত থাকায় সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন না।"

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচকগণ স্কুল বাজেট প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণ কীভাবে বাড়ানো যায় তা নিয়ে মতবিনিময় করেন।

অভিভাবকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ

টাউনহল সভার আলোচনা থেকে বক্তারা একমত হন যে, অনেক অভিভাবক সচেতনতার অভাবে বাজেট সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত দিতে পারেন না। আবার অনেকে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে সক্রিয় অংশ নিতে পারেন না। তাই, এক্ষেত্রে নানামুখী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থী, যুব সমাজ, এনজিও ও স্কুল কমিটি- সকলের সাহায্য দরকার। এ বিষয়ে জনাব **জহির আলী** বলেন,

"বাজেট সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে অভিভাবক সভার আয়োজন করা হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় যুব এবং এনজিও কর্মীদের সহায়তা প্রয়োজন।"

সভায় উপস্থিত বক্তারা চা বাগানে কর্মরত অভিভাবকদের স্কুল বাজেট বিষয়ক আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রতি জোর দেন। এক্ষেত্রে স্কুল বাজেট বিষয়ক মিটিংগুলো ছুটির দিনে আয়োজিত হলে তাদের জন্য অংশ নেওয়াটা সহজ হয়ে উঠবে বলে তারা মনে করেন। এ প্রেক্ষাপটে ভাড়াউড়া চা বাগানের যুব সংগঠনের সভাপতি জনাব **বিষ্ণু হাজরা** উল্লেখ করেন,

"চা বাগানে যেহেতু রবিবার ছুটি থাকে, সেহেতু বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত আলোচনা এই দিনে করলে সকলে উপস্থিত থাকার সুযোগ পাবে।"

এছাড়াও, নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণের দিকটির উপর আলোকপাত করে পল হ্যারিস ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষক জনাব **মন্টি ঘোষ** বলেন,

"অভিভাবক সভায় পুরুষদের মতামতের পাশাপাশি নারীদের মতামত ও পরামর্শ যেন সমানভাবে নেওয়া হয় সেই বিষয়ে নজর রাখা উচিত।"

বিশেষ অতিথি উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব জ্যোতিষ রঞ্জন দাশ চা বাগান ও হাওড় অঞ্চলের শিক্ষা কার্যক্রমে এনজিওর ইতিবাচক ভূমিকা তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে তিনি বলেন,

"এনজিও সংস্থা যেমন এমসিডা ৩-৫ বছরের শিশুদের ইসিডি সেন্টার ও ডে-কেয়ারে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে পড়াশোনা করাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তাদেরকে বিনামূল্যে বই, খাতা, কলমসহ নানা শিক্ষা উপকরণ দিচ্ছে।"

সভায় বক্তারা ফলপ্রসূ বাজেট প্রস্তুতে অভিভাবকের অংশগ্রহণ বাড়ানোর মাধ্যমে বাজেটে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়ানোর কথা বলেন। এই লক্ষ্যে বাজেট উন্মুক্ত রাখার উপর গুরুত্বারোপ করে প্রধান অতিথি উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব **ভানু লাল রায়** অঙ্গীকার করেন যে তিনি আগামী শিক্ষা কমিটির মিটিংয়ে প্রতিটি স্কুলে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণার জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। তিনি বলেন,

"আমি উপজেলা শিক্ষা কমিটির সভাপতি হিসেবে কমিটমেন্ট করছি যে আগামীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাজেট প্রণয়নে প্রতিটি স্কুলে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণার জন্য আমি যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করব। আগামী শিক্ষা কমিটির মিটিংয়ে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।"